ক্রোড়পত্র নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬

بسم الله الرحمن الرحيم

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায় থেকে শিশু-কিশোরদের ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণে 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' আয়োজিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশের জন্য ঐতিহ্যবাহী 'নতুন কুঁড়ি' অনুষ্ঠানের যে ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে, তারই অনুপ্রেরণায় দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে এবার সারাদেশ থেকে খুদে ক্রীড়া প্রতিভা খুঁজে বের করে আনতে বর্তমান সরকারের এই নতুন প্রয়াস।

খেলাধুলা আজ কেবল নিছক বিনোদন বা অবসরে শরীরচর্চা নয়; বিশ্বজুড়ে এটি একটি সম্মানজনক ও লাভজনক পেশা হিসেবে স্বীকৃত। দেশের জনগণের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল, আমরা ক্রীড়াকে একটি মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব এবং খেলোয়াড়দের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। ইতোমধ্যে সরকার জনগণের কাছে দেওয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে শিশু-কিশোরদের মধ্য থেকে নতুন ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণে শুরু হচ্ছে 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস'। এই আয়োজনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের মধ্য থেকে সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করে তাদের জন্য একটি টেকসই ও পেশাদার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে।

একটি সুস্থ, সবল ও মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তুলতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ে তরুণ সমাজকে মাদকাসক্তি, সামাজিক অবক্ষয় এবং অতিরিক্ত ডিভাইস-আসক্তি থেকে নিরাপদ রাখতে ক্রীড়া চর্চা সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' শিশু-কিশোরদের মধ্যে শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ববোধ, নেতৃত্ব এবং দলগত ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করবে, যা হবে একটি আদর্শ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের মূলভিত্তি।

যেসব কিশোর-কিশোরী খেলাধুলায় নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে, তারা যেন ভবিষ্যতে কোনো অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় না পড়ে এবং নিশ্চিন্তে খেলাধুলাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, সরকার ইতোমধ্যে সে লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। নির্বাচিত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্রীড়াবৃত্তি, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-এর মাধ্যমে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য সারাদেশ থেকে অন্বেষিত ক্রীড়া প্রতিভাগুলোকে পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমনভাবে প্রস্ফুটিত করা, যাতে অদূর ভবিষ্যতে এই খুদে ক্রীড়া প্রতিভাগুলো থেকেই বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্টে দেশসেরা ক্রীড়া তারকা তৈরি হয়। আমাদের পরিকল্পনা সফল হলে এই তারকারা শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

আমি বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' দেশের ক্রীড়াঙ্গনে একটি টেকসই এবং যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

আমি 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস'-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

তারেক রহমান

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অমিত সম্ভাবনা এবং অফুরন্ত তারুণ্যের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্নিহিত ক্রীড়া সম্ভাবনাকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর দাঁড় করিয়ে বৈশ্বিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথম বীজ বপন করেছিলেন এক দূরদর্শী ক্রীড়াপ্রেমী রাষ্ট্রনায়ক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। দেশের ক্রীড়া কাঠামোর আধুনিক পুনর্নির্মাণ, দেশব্যাপী ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, বিকেএসপি প্রতিষ্ঠার যুগান্তকারী উদ্যোগ, ক্রীড়ার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন এবং কিংবদন্তি বক্সার মোহাম্মদ আলীকে ঢাকায় এনে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে তিনি এদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে বিশ্বের বুকে এক অনন্য মর্যাদার আসনে উন্নীত করার সূচনা করেছিলেন।

পরবর্তীতে সেই সোনালি ধারাবাহিকতাকে আপন দক্ষতায় আরও এগিয়ে নিয়েছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশ সাফ গেমসের মতো বড় আসর অত্যন্ত সফলভাবে আয়োজন করে এবং প্রথমবারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা অর্জন করে। দেশে নতুন ক্রীড়া প্রতিভা এবং বিশেষ করে নারী ক্রীড়াবিদদের উত্থান ও ক্ষমতায়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ঠিক সেই সম্ভাবনাময় সময়েই, তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণ এবং দেশের আধুনিক ক্রিকেটের রূপকার হিসেবে নিভৃতে কাজ করে গেছেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকো।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ তাঁদেরই সুযোগ্য উত্তরসূরি, অনবদ্য ক্রীড়াপ্রেমী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন ভোরের সূচনা হয়েছে। তাঁর সুস্পষ্ট ও সুদূরপ্রসারী নির্দেশনায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নানামুখী বৈপ্লবিক কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। খেলাধুলাকে একটি নিশ্চিত ও সম্মানজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, তৃণমূল পর্যায়ের খেলোয়াড়দের জন্য 'ক্রীড়া কার্ড' 'ক্রীড়া ভাতা'র প্রবর্তন করা, দেশের ৪৯৫টি উপজেলায় মানসম্পন্ন ইনডোর স্টেডিয়াম ও ৬৪ জেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন 'স্পোর্টস ভিলেজ' নির্মাণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিকেএসপির শাখা সম্প্রসারণের মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপগুলো আজ বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামীণ জনপদে খেলার মাঠের প্রাণচাঞ্চল্য ফেরাতে এবং পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশে 'ক্রীড়া সরঞ্জাম উৎপাদন শিল্প' গড়ে তুলতেও কাজ করে যাচ্ছে।

এরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শুরু হতে যাচ্ছে দেশব্যাপী মেধা অন্বেষণের সর্ববৃহৎ মহাযজ্ঞ 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস'। এর মাধ্যমে দেশের নিভৃত পল্লী থেকে উঠে আসবে আগামী দিনের তামিম, হামজা, সাবিনা আর জাহানারারা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই সুসংগঠিত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আমাদের তরুণ প্রজন্ম সকল নেতিবাচকতা এড়িয়ে মাদকমুক্ত, সুস্থ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। ক্রীড়ার এই অদম্য শক্তিতেই বদলে যাবে আমাদের সমাজ এবং বিশ্বমঞ্চে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

মোঃ মাহবুব-উল আলম

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ক্রীড়া হলে পেশা
পরিবার পাবে ভরসা

ক্রীড়া পরিদপ্তর

নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস

স্বপ্নের পথে, বিজয়ের সাথে

নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬

শুভ উদ্বোধন

প্রধান অতিথি

জনাব তারেক রহমান এমপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০২ মে ২০২৬। বিকাল ৩:০০ ঘটিকা। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম

একই সময়ে সকল জেলায় নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৬ এর প্রতিযোগিতা একযোগে শুরু হবে।

১২ থেকে ১৪ বছরের কিশোর/ কিশোরীরা ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, অ্যাথলেটিক্স, দাবা, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার, মার্শাল আর্ট ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবে।

ভিজিট করুন:
notunkurisports.gov.bd

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য কিশোর-কিশোরী, যাদের মাঝে রয়েছে অসীম ক্রীড়া প্রতিভা। তৃণমূল পর্যায় থেকে দেশের এই প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের খুঁজে বের করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে একটি সময়োপযোগী ও সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ। আশির দশকের বহুল জনপ্রিয় প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি 'নতুন কুঁড়ি'র সফলতার ধারাবাহিকতায় দেশব্যাপী আয়োজিত হচ্ছে 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' যা হবে আগামী দিনের ক্রীড়াবিদ তৈরির এক শক্তিশালী প্লাটফর্ম।

সঠিক দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও সুযোগের অভাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রতিভা অনেক সময়ই অপ্রকাশিত থেকে যায়। 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' সেই অপ্রকাশিত প্রতিভাকে তুলে আনার এক সুসংগঠিত প্রয়াস, যা তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা প্রতিভাগুলোকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেবে।

এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য ক্রীড়াকে একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচিত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের জন্য থাকবে সরকারি ক্রীড়া বৃত্তি যা তাদের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-এর মাধ্যমে তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ, শিক্ষার সুযোগ এবং সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে, যাতে তারা আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে তরুণ প্রজন্মকে মাদকাসক্তি ও অতিরিক্ত ডিভাইস নির্ভরতা থেকে দূরে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। খেলাধুলার মাধ্যমে গড়ে উঠবে শৃঙ্খলাবোধ, দলগত চেতনা এবং ইতিবাচক মানসিকতা যা একটি সুস্থ, সচেতন ও কর্মঠ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অবস্থান আরো সুদৃঢ় হবে বলে আমি আশাবাদী। প্রতিভা, পরিশ্রম এবং সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার সমন্বয়ে 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' হয়ে উঠবে আগামী দিনের ক্রীড়া উন্নয়নের একটি মাইলফলক।

আমি বিশ্বাস করি, এই আয়োজন দেশের কিশোর-কিশোরীদের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখার এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটি অনন্য সুযোগ তৈরি করবে। একইসাথে এটি বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আরো গতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সম্ভাবনাময় করে তুলবে।

মোঃ আমিনুল হক

পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ক্রীড়া পরিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বাণী

তৃণমূল পর্যায় থেকে আগামীর বিশ্বমানের চ্যাম্পিয়ন ও আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ খুঁজে বের করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের সরাসরি ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হতে যাচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস'। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো- আগামী ২ মে ২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান, এমপি দেশব্যাপী এই বিশাল ও সময়োপযোগী কর্মযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন; যা দেশের ৬৪টি জেলায় একযোগে বাস্তবায়িত হবে। এই ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী আয়োজনের বাস্তবায়নের অংশীদার হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত।

একটি দেশের ক্রীড়া কাঠামোর মূল ভিত্তি এবং প্রাণশক্তি হলো তার তৃণমূল পর্যায়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশব্যাপী ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের মধ্য থেকে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, দাবা, মার্শাল আর্ট, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার ও অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট হতে প্রতিভাবানদের বাছাই করা হবে। মেধা যাচাইয়ের এই প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নিখুঁত করতে উপজেলা পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা, বিভাগ এবং চূড়ান্তভাবে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪৯৫টি উপজেলায় একই সাথে এত বিশাল একটি কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করা নিঃসন্দেহে একটি বিশাল লজিস্টিক ও সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জ। তবে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং নিবেদিতপ্রাণ জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তাগণের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস শতভাগ বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্কুল পর্যায়ে চতুর্থ শ্রেণি থেকেই খেলাধুলাকে পাঠ্যবইয়ের সাথে বাধ্যতামূলক করার যে উদ্যোগ সরকার নিয়েছে, 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' তার প্রথম সরাসরি ও বাস্তব প্রয়োগ। বাছাইকৃত এই প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সরকারি সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি ও উন্নত প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া বৃত্তি এবং বিকেএসপিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতের পেশাদার ক্রীড়াবিদ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

এই কর্মসূচির সফল ও নিখুঁত বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভর করছে আগামী দিনে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ক্রীড়ার ভবিষ্যৎ সাফল্য। 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস'-এর সাথে যুক্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং অংশগ্রহণকারী অগণিত শিশু-কিশোরদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। আমি আশা করি, সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত, একনিষ্ঠ ও আন্তরিক প্রয়াসে এই উদ্যোগ অচিরেই দেশের সবচেয়ে সফল ও ফলপ্রসূ ক্রীড়া কর্মসূচিতে পরিণত হবে।

মোঃ মাহবুবুর রহমান